34420 - কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সংঘটিত ভুলভ্রান্তিগুলো

প্রশ্ন

কঙ্কর নিক্ষেপের সময় কিছু কিছু হাজীসাহেব যে ভুলগুলো করে থাকেন সেগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি কোরবানির দিন সকাল বেলা জমরাতুল আকাবাতে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন; যেটি সর্বশেষ জমরাত ও মক্কার নিকটবর্তী। প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলেছেন। কঙ্করগুলো ছিল আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নিক্ষেপ করার মত কঙ্কর অর্থাৎ ছোলার চেয়ে কিছুটা বড়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপের দিন ভোরে তাঁর সওয়ারীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় আমাকে বললেন: আমার জন্য (কঙ্কর) কুড়িয়ে আন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: আমি তাঁর জন্য কঙ্কর কুড়িয়ে আনলাম; সেগুলো আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে ছুড়ে মারা যায় এমন। তিনি সেগুলো নিজের হাতে রেখে বললেন: আপনারা এগুলোর মত কঙ্কর নিক্ষেপ করুন...। দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে সাবধান থাকুন। কেননা আপনাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে।"[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩০২৯), শাইখ আলবানী 'সহিহ ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে (২৪৫৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা ও জমরাতগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিধান আল্লাহ্ যিকির (স্মরণ) কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।"[মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবু দাউদ] এটাই হচ্ছে জমরাতগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার হেকমত বা গূঢ় রহস্য।

কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় হাজীসাহেবগণ যে সব ভুল করে থাকেন সেগুলো কয়েক ধরণের হতে পারে:

এক:

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা না হলে কঙ্কর নিক্ষেপ সহিহ হবে না। এ কারণে আপনি দেখবেন যে, তারা মীনাতে পৌঁছার আগে মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়াতে গিয়ে ক্লান্ত হচ্ছেন। এটি ভুল ধারণা। বরং কঙ্কর

যে কোন স্থান থকেে সংগ্রহ করা যাবে; মুযদালফিা থকেে, মীনা থকেে, কংিবা অন্য যে কোন স্থান থকেে। উদ্দশ্যে হচ্ছে কঙ্কর হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এমন কোন বর্ণনা আসনেি যে, তনিি মুযদালফিা থকেে কঙ্কর সংগ্রহ করছেনে যাতে করে আমরা বলব যে, সটো সুন্নাহ। সটো সুন্নাহ নয়। মুযদালফিা থকেে কঙ্কর সংগ্রহ করা ওয়াজবি নয়। কারণ সুন্নাহ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কথা, কাজ বা অনুমোদন। এর কোনটি মুযদালফিা থকেে কঙ্কর সংগ্রহরে ক্ষত্রেে পাওয়া যায়নি।

দুই:

কউে কউে কঙ্কর সংগ্রহ করে সগেুলোকে ধৌত করনে: এই সতর্কতা থকেে যে, কউে হয়তো কঙ্কররে উপর পশোব করে রখেছে কংিবা কঙ্করগুলোকে পরষ্কিার করার উদ্দশ্যে থকেে– এই ধারণা থকেে যে, কঙ্করগুলো পরস্কিার-পরচ্ছিন্ন হওয়া উত্তম। কারণ যটোই হোক না কনে কঙ্কর ধৌত করা বদিাত। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করনেনি। যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করনেনি ইবাদতরে উদ্দশ্যে সে কাজ করা বদিাত। আর ইবাদতরে উদ্দশ্যে না হলে এমন কাজ করা বোকামি ও সময় নষ্ট।

তনি:

কউে কউে ধারণা করে যে, এ জমরাতগুলো শয়তান এবং তারা শয়তানকইে কঙ্কর নক্ষিপে করছ। এ কারণে আপনি দখেবনে যে, কউে কউে তীব্র রাগ, ক্ষোভ ও প্রতক্রিয়িাশীল আস; যনে শয়তান তার সামন। এরপর এই জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে কর। যার ফলে নম্নিোক্ত অনষ্টিগুলো ঘটে থাক:

১। এমন ধারণা ভুল। বরং আমরা এই জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করি আল্লাহ্র যকিরিকে বুলন্দ করার জন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণ করে এবং ইবাদত হসিবে। কনেনা কোন মানুষ যদি কোন নকেীর কাজরে উপকারতিা না জানা সত্ত্বওে সটো পালন করে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত হসিবেইে সটো কর। এটি আল্লাহ্র প্রতি তার পরপিূর্ণ নতস্বিীকার ও পূর্ণ আনুগত্যরে প্রমাণ।

২। কউে কউে তীব্র প্রতক্রিয়িা, ক্রোধ, রাগ, শক্তি ও আবগে তাড়তি হয়ে কঙ্কর মারতে আস। আপনি দখেবনে যে, এতে করে সে ব্যক্তি অন্য মানুষকে কঠনি কষ্ট দয়ে; যনে তার সামনরে মানুষগুলো কোন কীটপতঙ্গ, তাদরেকে কোন পরোয়াই সে করে না, দুর্বলদরে প্রতি ভ্রুক্ষপে করে না। সে উত্তজেতি উটরে মত সামনরে দকিে আগাতে থাক।

৩। ব্যক্তি এ কথা মনে রাখে না যে, সে আল্লাহ্র ইবাদত করতে এসছে কংিবা এই কঙ্কর নক্ষিপেরে মাধ্যমে আল্লাহ্র জন্য একটি ইবাদত পালন করছ। এ কারণে সে ব্যক্তি শরয়িত অনুমোদতি যকিরি-আযকার বাদ দয়িে শরয়িতে অনুমোদন নইে

এমন কথাবার্তা বলে। আপনি দেখবেন যে, কঙ্কর মারার সময় সে ব্যক্তি বলছে: 'হে আল্লাহ্! শয়তানকে অসন্তুষ্টকরণ ও রহমানকে সন্তুষ্ট করণস্বরূপ'। অথচ কঙ্কর মারার সময় এমন কথা বলা শরিয়তসম্মত নয়। বরং শরিয়তের বিধান হচ্ছে- তাকবীর বলা, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন।

৪। এ ভ্রান্ত আকিদার কারণে দেখা যায় যে, তিনি বড় বড় পাথর নিয়ে সেগুলো নিক্ষেপ করছেন। তার ধারণা হচ্ছে পাথর যত বড় হবে শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে সেটা ততবেশী কার্যকর হবে। আপনি দেখবেন, এমন লোকেরা জুতা ছুড়ে মারছেন, কাষ্ঠখণ্ড ও এ জাতীয় অন্য কিছু ছুড়ে মারছেন; যেগুলো ছুড়ে মারা জায়েয নয়।

আচ্ছা, আমরা যখন বলছি যে, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত-বিশ্বাস তাহলে জমরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কী ধরণের বিশ্বাস রাখব? জমরাতগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস রাখব যে, আমরা আল্লাহ্র মহত্ব প্রকাশ ও আল্লাহ্র ইবাদত পালন হিসেবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ হিসেবে এ আমলটি করছি।

চার:

কঙ্কর কি নিক্ষেপ করার জন্য নির্ধারিত স্থানে পড়ল, নাকি পড়ল না– কেউ কেউ আছেন এ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন না ও ভ্রুক্ষেপ করেন না।

নিক্ষিপ্ত কঙ্করটি নির্ধারিত স্থানে না পড়লে সে নিক্ষেপ করা সহিহ হবে না। তবে, যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কঙ্করটি নির্ধারিত স্থানে পড়েছে তাহলে সেটা যথেষ্ট। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া শর্ত নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভবপর নয়। যদি কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করা হয়। কারণ শরিয়তপ্রণেতা নামাযে সন্দেহ হলে: কয় রাকাত পড়া হয়েছে, তিন রাকাত; নাকি চার রাকাত; সেক্ষেত্রে প্রবল ধারণার উপর আমল করার কথা বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে ব্যক্তি যেন কোনটা সঠিক সেটা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে; এরপর এর ভিত্তিতে বাকী নামায শেষ করে।"[সুনানে আবু দাউদ (১০২০)]

এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, ইবাদতের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা যথেষ্ট। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সহজতা। কেননা কখনও কখনও ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান অসম্ভব হতে পারে।

যদি কঙ্করগুলো হাউজের ভিতরে পড়ে এতেই ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্ত হবে; চাই সেটা হাউজের ভেতরে থেকে যাক; কিংবা গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাক।

পাঁচ:

কেউ কেউ ধারণা করেন যে, কঙ্কর নিক্ষেপ স্থলে যে পিলার রয়েছে সে পিলারের গায়ে কঙ্করটি লাগতে হবে। এটি ভুল

ধারণা। কারণ কঙ্কর নক্ষিপে সহহি হওয়ার জন্য কঙ্করটি পলিাররে গায়ে লাগা শর্ত নয়। কনেনা এ পলিার নর্মিাণ করা হয়ছে নক্ষিপেরে জায়গাটি, অর্থাৎ যখোনে গয়িে কঙ্করগুলো পড়ে; সটো চহ্নিতি করার আলামত হসিবে। কঙ্করটি যদি নক্ষিপেরে জায়গায় গয়িে পড়ে তাহলে সটোই যথষ্টে; পলিাররে গায়ে লাগুক বা না-লাগুক।

ছয়:

এ ভুলটি মারাত্মক ভুল। কছিু কছিু মানুষ কঙ্কর নক্ষিপেরে ক্ষত্রেে অবহলো করনে। তাদরে শারীরকি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বওে তারা অন্যকে কঙ্কর মারার দায়ত্বি দনে। এটি মহা ভুল। কারণ কঙ্কর নক্ষিপে হজ্জরে অন্যতম একটি আমল। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তামেরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্র জন্য পরপিূর্ণ কর"।[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] এ আয়াতটরি বধিান যাবতীয় কর্মসহ হজ্জ সম্পন্ন করাকে অন্তর্ভুক্ত কর। তাই মানুষরে উপর ওয়াজবি হচ্ছে হজ্জরে কার্যাবলী নজিইে পালন করা এবং অন্য কাউকে দায়ত্বি না দয়ো।

কউে কউে বলনে: তীব্র ভড়ি, আমার জন্য কষ্টকর। আমরা তাকে বলব: মানুষ যখন প্রথম ধাপে মুযদালফিা হতে মীনাতে ফরিে আসনে তখন তীব্র ভড়ি হলওে দনিরে শষেভাগে তীব্র ভড়ি থাকে না, রাতে তীব্র ভড়ি থাকে না। যদি আপনি দনিরে বলোয় কঙ্কর মারতে না পারনে তাহলে রাতে মারুন। কনেনা রাতও কঙ্কর নক্ষিপে করার সময়। যদওি দনিে কঙ্কর মারা অধকি উত্তম। কন্তিু, কউে যদি রাতরে বলো ধীরসুেস্থ, শান্তভাব, বনিয়-নম্র হয়ে কঙ্কর মারতে পার সটো দনিরে বলো ভড়িরে কারণে মৃত্যুর ভয় নয়ি, কষ্ট-ক্লশেরে মধ্যে কঙ্কর মারার চয়েে উত্তম। হতে পার সে ব্যক্তি কঙ্কর মারব ঠকি কন্তিু কঙ্করগুলো সঠকি স্থানে পড়বে না। সারকথা হল: যে ব্যক্তি ভড়িরে কথা বলবে আমরা তাকে বলব: আল্লাহ্ বষিয়টকিে প্রশস্ত করে দয়িছেনে। সুতরাং আপনি রাতরে বলোয় কঙ্কর মারতে পারনে।

অনুরূপভাবে কোন নারী যদি মানুষরে ভড়িে কঙ্কর মারা নজিরে জন্য বপিদজনক মনে করনে তাহলে তনিি পরে রাতরে বলোয় কঙ্কর মারতে পারনে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে সদস্যদরে মধ্যে যারা শারীরকিভাবে দুর্বল ছলিনে, যমেন- সাওদা বনিতে যামআ ও তার মত অন্যরা, তাদরেকে কঙ্কর নক্ষিপে বর্জন করে অন্যকে দায়ত্বি দয়োর সুযোগ দনেনি (যদি সটো জায়যে কাজ হত)। বরং তনিি তাদরেকে শষে রাত্রতিে মুযদালফিা ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেলিনে; যাতে করে তারা মানুষরে ভড়িরে আগে কঙ্কর মারতে পারনে। এটি সবচয়েে বড় দললি য, শুধু নারী হওয়ার কারণে নজিে কঙ্কর না মরেে অন্যকে দায়ত্বি দয়ো জায়যে নয়।

হ্যাঁ, যদি ধরে নয়ো হয় য, কউে অক্ষম এবং তার পক্ষে নজিে নজিে কঙ্কর মারা সম্ভবপর নয়; দনিওে নয়, রাতওে নয়– তার ক্ষত্রেে অন্যকে দায়ত্বি দয়ো জায়যে আছ। কনেনা সে ব্যক্তি অক্ষম। সাহাবায়ে করোম (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, তাঁরা তাদরে বাচ্চাদরে পক্ষ থকেে কঙ্কর মারতনে; বাচ্চারা কঙ্কর মারতে অক্ষম হওয়ার কারণে।

মোদ্দাকথা হচ্ছ: যে অক্ষমতার কারণে কউে নজিে কঙ্কর মারতে পার না সে অক্ষমতা ব্যতীত হাজীসাহবে কর্তৃক অন্যকে

কঙ্কর মারার দায়ত্বি দয়ো বড় ধরণরে ভুল। কনেনা এটি ইবাদত পালনে অবহলো এবং ওয়াজবি বা আবশ্যকীয় কাজ পালনে অলসতা।